(ফযায়ীলে দোয়া কিতাব থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর ষষ্ঠ অংশ)

কোন লোকদের দোয়া কবুল হয়

লিখক: রইসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খাঁন

ব্যাখ্যাকারী: আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন

উপস্থাপনায়: আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ (দা'ওয়াতে ইসলামী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"ফাযায়িলে দোয়া"** এর ২১৮-২৩২ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

কোন লোকদের দোয়া কবুল হয়

আত্তারের দোয়া

হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি এই **"কোন লোকদের দোয়া কবুল হয়"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তার দোয়ার প্রতি রহমতের বিশেষ দৃষ্টি প্রদান করো এবং তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রতিটি ফোঁটা হতে ফিরিশতা সৃষ্টি হয়

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাকের** একজন ফিরিশতা রয়েছে, তাঁর একটি বাহু পূর্বে এবং অপর বাহু পশ্চিমে। যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি ভালবাসা সহকারে দরূদ প্রেরণ করে তখন সেই ফিরিশতা পানিতে ডুব দিয়ে নিজের ডানা ঝাড়ে, **আল্লাহ পাক** তাঁর ডানা থেকে টপকে পড়া প্রতিটি ফোঁটা থেকে একজন করে ফিরিশতা সৃষ্টি করেন, সেই ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত সেই দরূদ প্রেরণকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আল কওলুল বদী, ২৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অষ্টম অধ্যায়

ঐ লোকদের বর্ণনা, যাদের দোয়া কবুল হয়ে থাকে

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তাদের সংখ্যা হলো উনিশ। আটজনের বর্ণনা লিখক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উল্লেখ করেছেন আর এগারো জনের বর্ণনা ফকীর[১] غَفَرَاللهُ تَعَالٰى لَهٗ বৃদ্ধি করেছি।

প্রথম (১): চিন্তাগ্রস্থ ও বিপদগ্রস্থ।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর প্রতি তো স্বয়ং কোরআনে মজীদে ইরশাদ বিদ্যমান:

(اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ)[২]

দ্বিতীয় (২): মজলুম, যদিও গুনাহগার হোন না কেন, যদিও কাফের হোক না কেন।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীসে বর্ণিত রয়েছে: "**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: (وعزتي لأ نصرنّك ولو بعد حين) "আমার সম্মানের শপথ! নিশ্চয় আমি তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছু সময় পর।"[৩]

তৃতীয় (৩): ন্যায় বিচারক বাদশাহ।

চতুর্থ (৪): নেককার লোক।

---

১. এই পুস্তিকায় আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেকে **ফকির** বলে বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। তাই অনুবাদকও **ফকির** শব্দটি হুবহু রেখে দিয়েছেন।

২. **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** না তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন তাকে আহ্বান করে এবং দূরীভূত করে দেন বিপদাপদ। (পারা ২০, নমল: ৬২)

৩. সুনানে তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবু ফিল আফউ ওয়া আফিয়াতি, ৫/৩৪৩, হাদীস ৩৬০৯। ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সিয়াম, ২/৩৪৯-৩৫০, হাদীস ১৭৫২।

www.dawateislami.net

পঞ্চম (৫): পিতামাতার অনুগত সন্তান।

ষষ্ঠ (৬): মুসাফির।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

رواه ابن ماجه والعقيلي والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعلٰى عنه والبزار وزاد: ((حتى يرجع)) والضياء عن أنس وأحمد والطبرانى عن عقبة بن عامير رضي الله تعالٰى عنهم۔[১]

অসংখ্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে: "তার (অর্থাৎ মুসাফিরের) দোয়া অবশ্যই কবুল হয়, যাতে কোন সন্দেহ নেই।"

رواه أحمد و البخاري في "الأدب المفرد" وأبو داود و الترمذي عن أبي هريرة ومنها حديث ابن ماجه و الضياء المذكوران۔[২]

বাযারের এখানে আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীসখানা এই শব্দাবলী দ্বারা রয়েছে: "তিন ব্যক্তি এমন রয়েছে, **আল্লাহ পাকের** উপর হক হলো; তাদের কোন দোয়া রদ (বাতিল) না করা: রোযা

---

১. মুসাফিরের দোয়া কবুলিয়্যতের হাদীসখানা ইবনে মাজাহ, আকিলী, বায়হাকী এবং বাযার হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেছে আর বাযার "حتى يرجع" (অর্থাৎ এমনকি ফিরে আসা পর্যন্ত) শব্দটি বৃদ্ধি করেছেন আর এই হাদীসকে যিয়াআ হযরত আনাস এবং আহমদ তাবারানী হযরত ওকবা বিন আমের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ থেকে বর্ণনা করেছেন।
সুনানে ইবনে মাজাহ, বাবু দাওয়াতিল ওয়ালিদে ও দাওয়াতিল মাযলুম, ৪/২৮১, হাদীস ৩৮৬২।
কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২য় অধ্যায়, ১/৪৪, হাদীস ৩৩১৬, (উদ্ধৃদি বাযার)।

২. এই হাদীসখানা ইমাম আহমদ **"মুসনাদে আহমদ"**এ এবং বুখারী **"আল আদাবুল মুফরাদ"**এ আর আবু দাউদ ও তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন এবং এই অসংখ্য হাদীসের মধ্য থেকে ইবনে মাজাহ এবং যিয়ার বর্ণনাকৃত উল্লেখিত হাদীসে মুবারাকাও রয়েছে।
আল মুসনাদ লি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৩/৭১, হাদীস ৭৫১৩।
আল আদাবুল মুফরাদ, বাবু দাওয়াতিল ওয়ালিদাইন, ১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২।

www.dawateislami.net

শুরু হতে ইফতার এবং মজলুম হতে প্রতিশোধ নেয়া পর্যন্ত আর মুসাফির (সফর) হতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত।"(১)

সপ্তম (৭): রোযাদার।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বিশেষকরে ইফতারের সময়।

অষ্টম (৮): মুসলমানের মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করা।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "এই দোয়া খুবই দ্রুত কবুল হয়ে থাকে।" ফিরিশতা বলেন: آمين و لك بمثل ذالك "তার হকে তোমার দোয়া কবুল হোক আর তুমিও তার ন্যায় নেয়ামত লাভ করো।"(২)

অপর হাদীসে ইরশাদ করেন: "এই দোয়া হাজী ও গাজী এবং রোগী ও মজলুমের দোয়ার চেয়েও বেশি দ্রুত কবুল হয়ে থাকে।"

البيهقي في "الشعب" بسند صالح عن ابن عباس رضي الله تعالٰى عنهما : ((خمس دعوات يستجاب لهن)) فذكرهن وقال: ((وأسرع هذه الدعوات إجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب))۔(৩)

---

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২য় অংশ, ১/৪৪, হাদীস ৩৩১৬, (বাযার থেকে উদ্ধৃত)।
২. সুনানে আবী দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবুদ দোয়ায়ি বাযাহিরিল গাইব, ২/১২৬-১২৭, হাদীস ১৫৩৪-১৫৩৫।
সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়ায়ি, বাবু ফযলিদ দোয়ায়ি লিল মুসলিমিন বিযাহিরিল গাইব, ১৪৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৭৩২-২৮৩৩।
৩. বায়হাকী **"শুয়াবুল ঈমান"**এ সঠিক সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেন: পাঁচটি দোয়া মকবুল, অতঃপর তা উল্লেখ করেন অর্থাৎ মজলুম, হাজী, মুজাহিদ যে জিহাদের জন্য বের হয়েছে, রোগী এবং ☛

www.dawateislami.net

বরং তৃতীয় হাদীসে ইরশাদ হলো যে, "এর চেয়ে দ্রুত কবুল হওয়া কোন দোয়া নেই।"

رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالٰى عنهما ونحوه للطبراني وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالٰى عنهما۔ (১)

চতুর্থ হাদীস শরীফে এসেছে: "এই দোয়া রদ করা হয় না।"

البزار عن عمران بن حصين رضي الله تعالٰى عنهما۔ (২)

নবম (৯): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পিতামাতার দোয়া তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে, একটি হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, "এই দোয়া উম্মতের জন্য নবীর দোয়ার ন্যায় হয়ে থাকে।"

رواه الديلمي عن أنس رضي الله تعالٰى عنه۔ (৩)

দশম (১০): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সন্তানদের দোয়া পিতামাতার উদ্দেশ্যে।

☚ মুসলমানের মুসলমানের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করা, অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এর মধ্যে খুবই দ্রুত কবুল হওয়া দোয়া হলো, এক মুসলমানের তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে করা দোয়া।

শুয়াবুল ঈমান, ২/৪৬-৪৭, হাদীস ১১২৫।

১. এই হাদীসখানা তিরমিযী এবং এর ন্যায় তাবারানী ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করে।
সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজাআ ফি দাওয়াতিল আ'খ..., ৩/৩৯৫, হাদীস ৩৮৫।

২. এই হাদীসখানা বাযার ইমরান বিন হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেন।
মুসনাদে বাযার, ৯/৫২, হাদীস ৩৫৭৭।

৩. এই হাদীসখানা দায়লামি হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন।
আল মুসনাদুল ফেরদাউস লিদ দায়লামি, ১/২৮৬, হাদীস ২৮৫৯।

www.dawateislami.net

أبو نعيم عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ((أربع دعواتهم مستجابة: الإمام العادل والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب ودعوة الظلوم ورجل يدعو لو الديه)). (১)

একাদশ (১১): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হাজীদের দোয়া, যতক্ষণ নিজের বাড়িতে পৌঁছবে না।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "যখন তোমরা হাজীর সাথে সাক্ষাত করবে, তাকে সালাম করো এবং মুসাফাহা (করমর্দন) করো আর আবেদন করো যে, সে যেনো তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, যতক্ষণ সে নিজের ঘরে প্রবেশ করবে না, কেননা সে ক্ষমাপ্রাপ্ত।"

أخرجه اللإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. (২)

অপর এক হাদীস শরীফে রয়েছে: "হাজীর দোয়া রদ করা হয়না, যতক্ষণ ফিরে আসবে না।"

البيهقي والديلمي ويأتي. (৩)

দ্বাদশ (১২): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওমরা সম্পন্নকারী।

---

১. আবু নাঈম, ওয়াসালা বিন আসকায়ী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ থেকে এবং তিনি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণনা করেন: চার লোকের দোয়া কবুল: (১) ন্যায় বিচারক বাদশাহ, (২) ঐ ব্যক্তি, যে আপন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে, (৩) মজলুমের দোয়া এবং (৪) ঐ ব্যক্তি, যে নিজের পিতামাতার জন্য দোয়া করে।
কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২য় অংশ, ১/৪৩, হাদীস ৩৩০২।

২. এই হাদীসের সংকলন ইমাম আহমদ হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا থেকে করেন।
আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৩৫১, হাদীস ৫৩৭১।

৩. এই হাদীসে মুবারাকা খানা বায়হাকী এবং দায়লামী বর্ণনা করেন আর এই হাদীসে মুবারাকা সামনে (সপ্তদশে) আসবে।
শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফির রিজাআ মিনাল্লাহি তাআলা, ২/৪৭, হাদীস ১১২৫।

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "হজ্ব ও ওমরাকারী **আল্লাহ**র মেহমান, প্রদান করেন তাদেরকে যা প্রার্থনা করেন এবং কবুল করেন যে দোয়া করেন।"

رواه البيهقي۔ (এই হাদীসখানা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন)[১]

ত্রয়োদশ (১৩): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোগী, কেননা **রাসুলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন রোগীর নিকট যাও, তাকে দিয়ে নিজের জন্য দোয়া করাও, কেননা তার দোয়া ফিরিশতাদের দোয়ার ন্যায়।"

رواه ابن ماجه عن عمر رضي الله تعالٰى عنه۔ [২]

অপর হাদীস শরীফে রয়েছে: "রোগীর দোয়া রদ করা হয়না, এমনকি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত।"

رواه ابن أبي الدنيا ونحوه عند البيعقي والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالٰى عنهم۔ [৩]

চতুর্দশ (১৪): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রত্যেক বিপদগ্রস্থ মুমিন অর্থাৎ দুনিয়ার বিপদ ও শরীরিক বিপদ। এটা রোগী থেকে ব্যাপক।

---

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল মানাসিক, ফসলুল হজ্ব ওয়াল ওমরাতি, ৩/৪৭৬-৪৭৭, হাদীস ৪১০৬-৪১০৯।

২. এই হাদীসখানা ইবনে মাজাহ আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন। সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মা জাআ ফি ইবাদাতিল মরীয, ২/১৯১, হাদীস ১৪৪১।

৩. এই হাদীসখানা ইবনে আবীদ দুনিয়া এবং অনুরূপভাবে বায়হাকী ও দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন। শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফির রিজাল মিনাল্লাহি তাআলা, যিকিরে ফসলু ফিদ দোয়ায়ি.. ২/৪৭, হাদীস ১১২৫।

www.dawateislami.net

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: সালমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে ইরশাদ করলেন: "হে সালমান! নিশ্চয় বিপদগ্রস্থদের দোয়া মকবুল।"

الديلمي عنه رضي الله تعالٰى عنه۔[১]

অপর হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "মুমিন বিপদগ্রস্থদের দোয়াকে গণিমত মনে করো।"

أبو الشيخ عن أبي الدرداء رضي الله تعالٰى عنه۔[২]

পঞ্চদশ (১৫): আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: যে ব্যক্তি অধিকহারে **আল্লাহ**কে স্মরণ করে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "তিন ব্যক্তির দোয়া **আল্লাহ পাক** ফিরিয়ে করেন না: এক ঐ ব্যক্তি, যে অধিকহারে **আল্লাহ**র স্মরণ করে এবং মজলুম ও ন্যায় বিচারক বাদশাহ।"

رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالٰى عنه۔[৩]

ষোড়শ (১৬): আলা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ বলেন: যে জঙ্গলে একাকী, যেখানে তাকে **আল্লাহ** ব্যতীত আর কেউ দেখছে না, দাঁড়িয়ে নামায পড়ে।

---

১. এই হাদীসখানা দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন। কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২য় অংশ, ১/৪৭, হাদীস ৩৩৬৫, (দায়লামী থেকে উদ্ধৃত)।

২. এই হাদীসখানা আবুল শায়খ হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন। কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ২য় অংশ, ১/৪৩, হাদীস ৩৩০৫, (আবুশ শায়খ থেকে উদ্ধৃত)।

৩. এই হাদীসখানা বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণনা করেন। শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি মুহাব্বাতিল্লাহ, ফসলে ফি ইদামতি যিকরিল্লাহি, ১/৪১৯, হাদীস ৫৮৮।

www.dawateislami.net

ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة عن ربيعة بن وقاص رضي الله تعالٰى عنه عن النبي صلى الله تعالٰى عليه وسلم: ((ثلاثة مواطن لا تردّ فيها دعوة عبد: رجل يكون في بَرِيَّة بحيث لا يراه أحم إلا الله فيقوم فيصلي))۔ الحديث [১]

সপ্তদশ (১৭): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গাজী, যে কাফেরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বের হয়, যতক্ষণ ফিরে না আসে।

الديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالٰى عنهما: ((أربع دعوات لاتردّ: دعوة الحاج حتى يرجع ودعوة الغازي حتى يصدر))۔ الحديث [২]

وللبيهقي عنه بإسناد متماسك: ((خمس دعوات يستجاب لهن)) فذكر نحوه۔ [৩]

বিশেষকরে যখন مَعَاذَ الله অন্যান্য সাথীরা পালিয়ে যায় আর সে দৃঢ়তার সহিত অটল থাকে, [৪] وهو في تتمة حديث ربيعة المارّ۔

---

১. ইবনে মান্দাহ ও আবু নাঈম **"মারেফাতুস সাহাবাতি"**এ হযরত রাবিয়া বিন ওয়াক্কাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তিনটি স্থান এমন রয়েছে, যেখানে বান্দার দোয়া রদ করা হয় না, এর মধ্যে একটি হলো, বান্দা জঙ্গলে দাঁড়িয়ে এমন অবস্থায় নামায আদায় করছে যে, তাকে তার প্রতিপালক ব্যতীত আর কেউ দেখছে না। (আল হাদীস)
মারিফাতিস সাহাবা, লি আবী নাঈম, রাবিয়া বিন ওয়াক্কাস, ২/২৯৮, হাদীস ২৭৯২।

২. দায়লামী হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণনা করেন যে, চারটি দোয়া রদ করা হয়না: হাজীর দোয়া, যতক্ষণ ফিরে না আসে এবং গাজীর দোয়া, এমনকি ফিরে আসা পর্যন্ত। (আল হাদীস)
কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/৪৩, হাদীস ৩৩০১, (দায়লামী থেকে উদ্ধৃত)।

৩. এবং বায়হাকী ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে মুতমাসিক সনদ সহকারে বর্ণনা করে যে, পাঁচ ধরনের লোকের দোয়া কবুল হয়ে থাকে, অতঃপর উল্লেখিত ব্যক্তির আলোচনা করেন।
শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফির রিজাল মিনাল্লাহি তাআলা, ২/৪৭, হাদীস ১১২৫।

৪. অর্থাৎ: এবং এর আলোচনা রাবিয়া বিন ওয়াক্কাস থেকে উল্লেখিত বর্ণনা হাদীসের শেষের দিকে রয়েছে।

www.dawateislami.net

অষ্টাদশ (১৮): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করলো, নিজের পৃষ্ঠপোষকের হকে তার দোয়া রদ করা হয়না।

الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالٰى عنهما عن النبي صلى الله تعالٰى عليه وسلم: ((دعاء المحسن إليه للمحسن لا يردّ))۔ (১)

উনবিংশ (১৯): আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সমবেত মুসলমানের একত্রে দোয়া করা, কেউ দোয়া করে কেউ আমিন বলে।

الطبراني والحاكم والبيهقي عن حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرِيِّ رضي الله تعالٰى عنه: ((لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمّن بعضهم إلّا أجابهم الله تعالٰى))۔ (২)

এই এগারোটি যা ফকির (আলা হযরত غَفَرَ اللهُ تَعَالٰى لَهٗ) উল্লেখ করেছি, তার মধ্যে নবম ও দশম ব্যতীত অবশিষ্ট নয়টি **"হিসনে হাসিনে"**ও রয়েছে।

فالحمد لله على حسن التوفيق۔ (৩)

---

১. দায়লামী হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে এবং তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বর্ণনা করেন: যে ব্যক্তি কারো প্রতি দয়া করলো তখন দয়াকারীর হকে তার দোয়া রদ করা হয়না।
আল মুসনাতুল ফিরদাউস লিল দায়লামী, ১/৩৮৬, হাদীস ২৭৬৩।

২. তাবারানী, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত হাবীব বিন মুসলামা ফেহরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: মুসলমানরা একত্রিত হয়ে, তাদের মধ্যে কেউ দোয়া করে আর কেউ আমিন বলে, তবে **আল্লাহ পাক** তাদের দোয়া কবুল করেন।
আল মুস্তাদরাক লিল হাকেম, হাবীব বিন মুসলামাতিল ফেহরী কানা মুজাবুদ দোয়া, ৪/৪১৭, হাদীস ৫৫২৯। ও মু'জামুল কবীর, ৪/২২, হাদীস ৩৫৩৬।

৩. এই সুন্দর সামর্থ্যে **আল্লাহ পাকে**রই সকল গুণাবলী।

www.dawateislami.net

নবম অধ্যায়

ঐসকল নেক আমল যা সম্পাদনকারীর কোন দোয়া করার প্রয়োজন নেই

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই অধ্যায় যদিও এই পুস্তিকায় নাই, কিন্তু এই বিষয়বস্তুকে জনাব কিতাব প্রণেতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **"আজ জাওয়াহেরা"**য়[১] বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, ফকির غَفَرَ اللهُ تَعَالٰى لَهٗ মহান উপকারীতা এবং লাভের প্রতি দৃষ্টি রেখে তা এখানে উল্লেখ করছি, তা হলো তিনটি বিষয়:

প্রথম (১): দরূদ শরীফ।

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী ও হাকেম বিশুদ্ধ সনদে হযরত উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন: যখন রাতের চতুর্থাংশ অতিবাহিত হয়ে যেতো, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে ইরশাদ করেন:

"হে লোকেরা! **আল্লাহ**র স্মরণ করো, এসেছে রাজিফা,[২] এরপর আসে রাদিফা[৩] এসেছে মৃত্যু, এই সকল বিষয়ের সাথে, যা তাতে রয়েছে।"

আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি অধিকহারে দোয়া করি, এতে হুযুরের জন্য কতটুকু নির্ধারন করবো?

---

১. জাওয়াহেরাল বয়ান ফি আসরারুল আরকান, ফসলু চাহারাম, ১৮৫-১৮৬ পৃষ্ঠা।

২. রাজিফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামতের প্রথম ফুক, যেহেতু এই ফুক দ্বারা পৃথিবীতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ফসলূল আওয়াল, ৭/১৫৭)

৩. রাদিফা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বিতীয় ফুক, যার ফলে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ফসুলল আউয়াল, ৭/১৫৭)

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: "যতটুকু ইচ্ছা।"

আমি আরয করলাম: চতুর্থাংশ।

ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা, আরো বেশি করলে তবে তা তোমার জন্য উত্তম।

আমি আরয করলাম: অর্ধেকাংশ।

ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা, আরো বেশি করলে তবে তা তোমার জন্য উত্তম।

আমি আরয করলাম: আমি আমার সমস্ত দোয়া হুযুরের জন্য করবো, অর্থাৎ আমার সম্পূর্ণ দোয়ার বদলে হুযুরের প্রতি দরূদ প্রেরণ করবো?

ইরশাদ করলেন: "এরূপ করলে তবে **আল্লাহ পাক** তোমার সকল গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজে যথেষ্ট হবেন আর তোমার গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।"[১]

আহমদ ও তাবারানি হাসান সনদে বর্ণনা করেন: وهذا حديث الطبراني (অর্থাৎ এটি তাবারনির হাদীসের বাক্য) এক ব্যক্তি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আমার তৃতীয়াংশ দোয়া হুযুরের জন্য করবো?

ইরশাদ করলেন: "যদি তুমি চাও।"

---

১. সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফতুল কিয়ামাতি, বাবু ফি তারগীবি ফি..., ৪/২০৭, হাদীস ২৪৬৫। মুস্তাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, ৩/১৯৮, হাদীস ৩৬৩১। মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৫০, হাদীস ২১২৯৯-২১৩০০।

www.dawateislami.net

আরয করলো: দুই তৃতীয়াংশ।

ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ।"

আরয করলো: সম্পূর্ণ দোয়ার বদলে দরূদ নির্ধারন করে নিবো।

ইরশাদ করলেন: "এরূপ করলে তবে **আল্লাহ পাক** তোমার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজ পরিশুদ্ধ করে দিবেন।"[১]

আর নিশ্চয় দরূদে পাক **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য দোয়া এবং যেরূপ এর উপকারিতা ও বরকত দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর হয়ে থাকে, কখনোই নিজের জন্য দোয়ায় নয় বরং তাঁর জন্য দোয়া সকল মরহুম উম্মতের জন্যই, কেননা সবাই তাঁরই সাথে সম্পৃক্ত।

سلامت همه آفاق در سلامت تُست [২]

দ্বিতীয় (২): আল্লাহর যিকির।

বায়হাকী **"শুয়াবুল ঈমান"**এ বুকাইর বিন আতিক, তিনি সালিম বিন আব্দুল্লাহ, তিনি তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ বিন ওমর, তিনি তাঁর পিতা হযরত ফারুকে আযম, তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাক** থেকে বর্ণনা করেন:

((من شغله ذكري عن مسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين))

---

১. আল মু'জামু কবীর, ৪/৩৫, হাদীস ৩৫৭৪।
আল মুসনাদ লিইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/৫০, হাদীস ২১৩০০।

২. আমি কি বলবো, জীবনের আশা কি,
হুযুর আপনি নিরাপদ থাকুন, কম কিসে।

www.dawateislami.net

"যাকে আমার স্মরণ আমার নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে, আমি তাকে তার চেয়েও বেশি দান করি, যা প্রার্থনাকারীকে দিয়ে থাকি।"[১]

এই কারণেই হযরত সালিম বিন আব্দুল্লাহ পুরো সময় **আল্লাহ**র যিকিরের জন্য নির্ধারন করলেন এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ. لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ বলতে থাকেন।[২]

তৃতীয় (৩): কোরআন মজীদের তিলাওয়াত।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন **প্রতিপালক** থেকে বর্ণনা করেন:

((من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيتُه أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه))۔

"যাকে কোরআন মজীদের তিলাওয়াত আমার যিকির এবং আমার নিকট প্রার্থনা করা থেকে বিরত রাখে, তাকে তার চেয়েও

---

১. শুয়াবুল ঈমান, ১/৪১৩, হাদীস ৫৭২।

২. **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, **তিনি** এক, **তাঁর** কোন অংশীদার নেই, **তাঁর** জন্যই সমস্ত বাদশাহি এবং **তাঁর** জন্যই সকল গুণাবলী, সমস্ত কল্যাণ **তাঁরই** হাতে এবং **তিনি** সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, **তিনি** এক এবং আমরা **তাঁর** সামনে মাথা নত করি, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, যদিও তা মানে না মুশরিকরা, **আল্লাহ পাক** ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, **যিনি** আমাদের **প্রতিপালক** এবং আমাদের পূর্ববর্তী বাপদাদাদেরও **প্রতিপালক**।
শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল মানাসিক, ফসলুল উকুফ বিআরাফাত, ৩/৪৬৬, হাদীস ৪০৮০।

www.dawateislami.net

উত্তম প্রদান করবো, যা সমস্ত প্রার্থনাকারীকে প্রদান করি।”

অতঃপর ইরশাদ করেন: “আর **আল্লাহ**র পবিত্র বাণী সকল বাণীর উপর এমন সম্মানিত, যেমন **আল্লাহ পাক** সম্মানিত, সমস্ত সৃষ্টির উপর।”

قال الترمذي: حديث حسن (ইমাম তিরমিযী এই হাদীসখানাকে হাসান বলেছেন)।[১]

فالحمد لله على حسن التوفيق۔[২]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

দাড়ি রং করার ফযীলত

“শরহুস সুদুর” এর ১৫২নং পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি দাড়িতে হিজাব (কালো হিজাব ব্যতীত, যেমন; লাল বা হলদে মেহেদী) লাগায়। ইন্তিকালের পর মুনকার নকীর তাকে প্রশ্ন করবে না। মুনকার বলবে: হে নকীর! আমি তাকে কেন প্রশ্ন করবো, যার চেহারায় ইসলামের নূর চমকাচ্ছে।

১. সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সাওয়াবুল কোরআন, ৪/৪২৫, হাদীস ২৯৩৫।
২. বিশুদ্ধতার সকল জ্ঞান **আল্লাহ পাকে**র নিকটই।

www.dawateislami.net

মেহেদী লাগানোর পদ্ধতি

পানি ঢালার সময় মেহেদীতে যে অংশগুলো শক্ত হয়ে যায় তা চামচ দিয়ে পিষে নিন এবং ভিজানোর কমপক্ষে আধা ঘন্টা পর এমনভাবে লাগান যে, প্রতিটি সাদা চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ভালভাবে মেহেদী পৌঁছে যায়, আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা (বা এরও বেশি সময়) পর ধুয়ে নিন, যদি আরো ভালো রঙ চান তবে এতে আবারো মেহেদী লাগান। ✱ আরো ভালোভাবে রঙ চাইলে, চা পাতা সিদ্ধ করে তার পানিতে মেহেদী ভেজান এবং উপর থেকে লেবু চিবে দিন। ✱ মেহেদী লাগানোর চার পাঁচদিন পর গোঁফ, নিচের ঠোঁটের নিচে এবং চেহারার পাশে যেখানে চুল উঠা শুরু হয়, সেখানে গোড়ায় সাদা দেখা যায়, সুতরাং দাড়িতে লাগাতে না চাইলে শুধুমাত্র সাদা অংশে সামান্য মেহেদী লাগিয়ে নিন। ✱ সাদা দাড়িতে কমপক্ষে মাসে একবার বরং চাইলে প্রতি সপ্তাহেও মেহেদী লাগানো যাবে। ✱ মাথা বা দাড়িতে মেহেদী লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়া চোখের জন্য ক্ষতিকর, (একজন অন্ধ সগে মদীনা عُفِیَ عَنْهُ কে বলেছেঃ ১০ বছর পূর্বে কারো মেহেদী লাগিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, উঠে দেখি আমার দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে)। ✱ ঈদ হোক বা বিবাহ পুরুষের হাত পায়ে মেহেদী লাগানো গুনাহ। (ছোট ছেলেদের হাত পায়েও মেহেদী লাগাবেন না, শিশুদের গুনাহ হবে না, যে লাগিয়ে দিয়েছে তারই গুনাহ হবে)। ✱ মেহেদী কিনার পর এক মাসের মধ্যে ব্যবহার করে নিন, কেননা এক্সপায়ার ডেট শেষ হয়ে যেতে পারে। যখন মেহেদী কালো হয়ে যায়, তখন অনেক শক্ত হয়ে যায় এবং ভেজানোর পর তৈলাক্ততা না হলে তবে এটা এই বিষয়ের নিদর্শন যে, এই সময় শেষ হয়ে গেছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৪ জুমাদিউল উলা ১৪৩৩ হিঃ

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

উত্তম বাণী!

ডায়বেটিকস “মিষ্টিদ্রব্য” খাওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। “মিষ্টিকথা” বলার মাধ্যমে নয়, সুতরাং “মিষ্টদ্রব্য” কম খান, আর বেশি “মিষ্টিকথা” বলুন।

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

কায়ানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net